দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হউক

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে ২০১২ সাল হইতে নানান পর্যায়ে ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান—এই তিন বিভাগেই ইহা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে চালু করা হইয়াছে। সেই হিসাবে পাঠ্যবই ছাপানো হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণিতে বিষয়টি পড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় নাই, কিছু শিক্ষককে সীমিত পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ফলে যুগোপযোগী এই বিষয়টি ঠিকমতো না শিখিয়াই শিক্ষার্থীরা পাস করিয়া যাইতেছে। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে এইরূপ সমন্বয়হীনতা অগ্রহণযোগ্য, নিন্দনীয়। ইতোপূর্বে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু নিয়াও একই অবস্থা তৈরি করিয়াছিল মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়াই শিক্ষার্থীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি, শেষপর্যন্ত ভোগান্তি পোহাইতে হইয়াছে শিক্ষার্থীদের। এই সুযোগে সৃজনশীল পদ্ধতির গাইড বই ঠিকই বাহির হইয়াছে। অভিযোগ রহিয়াছে যে, সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য শিক্ষকরা গাইড বইয়ের সাহায্য লইয়া থাকেন।

ইত্তেফাকের প্রতিবেদন হইতে জানা যাইতেছে যে, দেশে প্রায় তিনশত সরকারি কলেজ রহিয়াছে। এইসব কলেজে একজনও আইসিটির শিক্ষক নাই। অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের সংক্ষিপ্ত একটি প্রশিক্ষণ দিয়াই আইসিটি বিষয়ে পড়াইবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের অবস্থাও তথৈবচ। প্রায় সাড়ে তিনশ স্কুলে আইসিটির শিক্ষক নাই। বাধ্যতামূলক করিবার ৫ বছরে শিক্ষক নিয়োগ দিতে ব্যর্থ হইয়াছে মন্ত্রণালয়। ইহা ছাড়া দেশের এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল রহিয়াছে ১৬ হাজার ৯টি। ইহার মধ্যে সাড়ে ৮ হাজার স্কুলে এমপিওভুক্ত আইসিটির শিক্ষক নাই। মাদ্রাসা রহিয়াছে ৬ হাজার ৪৭১টি, ইহার মধ্যে শিক্ষক নাই ৫ হাজার মাদ্রাসায়। আর অর্ধেকের বেশি বেসরকারি কলেজে আইসিটির শিক্ষক নাই। এই চিত্রের বিপরীতে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলিয়াছেন, ৩৬তম বিসিএসে আইসিটির শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পিএসসিকে বলা হইয়াছিল। পিএসসি জানাইয়াছে পদ সৃষ্টি ছাড়া এইভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইবে না।

প্রশ্ন হইলো, যদি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এইরূপ জটিলতাই থাকিবে তবে কোর্স চালু করিবার পূর্বে তাহা বিবেচনায় লওয়া হয় নাই কেন? যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই এইরূপ তাড়াহুড়া করিয়া কোর্স চালু করিবার কী দায় সরকারের ছিল? শিক্ষার্থীদের লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকারই বা নীতিনির্ধারকদের কে দিয়াছে? এই সমন্বয়হীনতার বিপরীতে সুসংবাদ হইলো, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়াছেন, ব্যানবেইসের অধীনে প্রথম পর্যায়ে দেশের ১২৬টি উপজেলায় আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হইবে যাহা ক্রমান্বয়ে সারা দেশে বিস্তৃত করা হইবে। আইসিটি শিক্ষিত প্রজন্ম গড়িয়া তুলিতে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিবে। এই আইসিটি শিক্ষিত প্রজন্ম হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার কিংবা আউটসোর্সিং সংক্রান্ত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হইয়া দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখিবে। উপ-আনুষ্ঠানিক এই শিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু মূলধারার শিক্ষণ কর্মসূচি ঠিকঠাকমতো পরিচালনা করিবার অধিক প্রয়োজন রহিয়াছে। তাই আইসিটি কোর্সসমূহের জন্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। প্রয়োজনে ইহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া পদ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া কোনো ফল পাওয়া যাইবে না।